প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়ের আওতায়২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১ টি	০১ টি	০০ টি	০০ টি	০১ টি	০০ টি	৯৬%	০০ টি	২৪.৬০%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০১ টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
"মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)"	• নতুন কাজ অন্তর্ভুক্ত না করে পূর্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। • গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০১৪ সালে নির্মাণ কাজের সিডিউল রেট বৃদ্ধি করায় পূর্ত নির্মাণ কাজে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদিত হয়। • প্রকল্পের ৫টি আইএমটি'তেই মহিলা ডরমিটরী ভবন অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন অনুমোদিত হয়। • এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ও নির্ধারিত মেয়াদে ভৌত কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটে।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)			
১	**বাগেরহাট অংশঃ** ১) ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা কেন রাখা হয়নি এ বিষয়ে গণপূত অধিদপ্তরের মতামত প্রয়োজন। ২) পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। ইতোমধ্যে একটি গেট ভাল্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১	**বাগেরহাট অংশঃ** ১) বাগেরহাট আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা না রাখার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর মতামত প্রদান করবে; ২) বাগেরহাট আইএমটি'র পানি উত্তোলনের গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৩) বাগেরহাট আইএমটির ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
	৩) বাগেরহাট আইএমটির পানিতে প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন থাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যতীত পানি ব্যবহার অযোগ্য। এখনে সার্বক্ষণিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সচল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ফিল্টারের অভাবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। সরেজমিনে ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি অচল অবস্থায় দেখা গেছে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।		ফিল্টারের অভাবে প্রায় সময়ই বন্ধ বন্ধ থাকে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
	৪) ৬তলা ভীত বিশিষ্ট ৪তলা ছাত্রাবাসে ছাত্র সংকুলান হয়না, অন্যদিকে ৬তলা ছাত্রীবাসে মাত্র ১০জন ছাত্রীর অবস্থান জানা যায়। ছাত্র সংকুলানের জন্য বিএমইটি পর্যায়ক্রমে ছাত্রাবাস উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করতে পারে। তবে ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট আইএমটি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		৪) আইএমটি'র ছাত্রীবাসগুলোতে আসন সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে আইএমটিসমূহে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির বিষ য়ে বিএমইটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
	৫) সোলার প্যানেল শুরু থেকেই কাজ করছে না। জানা যায় ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর আর সোলার প্যানেল মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।		৫) বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি 'র সোলার প্যানেল অচল রয়েছে। বাগেরহট আইএমটি'র সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল আর মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন;
	৬) বাগেরহাট সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে কেন সাইকেল রাখা হয়না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।		৬) বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে সাইকেল না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন;
	মুন্সিগঞ্জ অংশঃ ১) প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		**মুন্সিগঞ্জ অংশঃ** ১) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
	২) কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		২) কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
	৩) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি-এর ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট (বিছানা কাঠের) প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট খাট ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে স্তুপ করে রাখা আছে (চিত্র-। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।		৩) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
	৪) বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর (Perkins, UK technology) শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি বলে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যায়। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।		৪) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'তে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ;
	৫) বর্ষার মৌসুমে প্রতিষ্ঠানের কম্পাউন্ড ড্রেনের পানি আশে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন ফসল হয় তখন ড্রেনের পানি জমির মালিকগণ জমিতে নামতে দেয় না। এসময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে কম্পাউন্ড ড্রেনে পানি জমে থাকে। পরিদর্শনে ড্রেনে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে এবং সেখানে মশার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		৫) মুন্সিগঞ্জ আইএমটিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ড্রেনে পানি জমে থাকে এবং জমে থাকা পানিতে মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;
	৬) ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকির পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।		৬) মুন্সিগঞ্জ ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকের পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
	৭) প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।		৭) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
	৮) ছাত্রাবাসের অনেক কক্ষের রং,প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গেছে (চিত্র-১৬)। গণপূর্তের প্রতিনিধি থেকে জানা যায় ৩-৪বছর হয়ে গেছে ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো এখন গণপূর্তের বইভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। গণপূর্তের বইভুক্ত হলে গণপূর্ত থেকে এসব ভবনের মেনটেনেন্স করা হবে। আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		৮) আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটি'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
	৯) ছাত্রাবাসের ছাদে বৃষ্টির পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাদে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি আগাছা জন্মানোর চিত্র লিক্ষ করা গেছে। আইএমটি কর্তৃপক্ষকে ছাদ পরিস্কার রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।		৯) ছাত্রাবাসের ছাদে র পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাতে বৃষ্টির পানি জমতে এবং আগাছা জন্মাতে না পারে সে বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে;
	১০) ছাত্রাবাসে নোংরা পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে টয়লেট-গোসল খানার সামনে খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া ছাত্রাবাসের ছাদের ওপরে ছাত্রদেরকে গোসল করতে দেখা গেছে এবং গোসলের পানি ছাদে জমে থাকতে দেখা যায়। ছাত্রাবাসের পরিবেশ যাতে সুন্দর থাকে সে জন্য মুন্সিগঞ্জ আইএমটির কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে ।		১০) মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, ছাত্রাবাসের ছাদে ছাত্রদের গোসল করা থেকে বিরত রাখতে আইএমটি'র কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
	চাঁদপুর অংশঃ (১) রান্নাঘরের চুলা স্লাব দিয়ে তৈরি হয়নি; (২) রান্নাঘরে স্টোর রুমসহ যাবতীয় এরেজম্যান্ট তৈরি হয়নি। রান্নাঘরের ফলস সিলিং আরসিসি না করে হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক; (৩) ওয়াশ রুমসহ নিচতলার অধিকাংশ রুমে পিভিসি পাইপ দৃশ্যমান রয়েছে ; (৪) ডাইনিং রুমের হাত ধোয়ার বেসিনের সংখ্যা ছাত্রী কেপাসিটির তুলনায় অপর্যাপ্ত। ভেন্টিলেশন না থাকায় জায়গাটি দিনের আলোতেও অন্ধকার হয়ে আছে; (৫) ওয়াশ রুমসমূহে এক্সোস্ট ফ্যান স্থাপিত হয়নি। টয়লেটসমূহে ভেন্টিলেশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি; (৬) নামাজের রুমে কাঠের দরজা লাগানো হয়নি, গ্লাস ডোর লাগানো হয়েছে ; (৭) বাথরুমসমূহে ব্লক ব্রিক সংলগ্ন ফ্লোরে বিট দেয়া হয়নি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। বাথরুমের ভেতর পানি সিষ্কাশন অংশে রাউন্ড টাইলস ফিনিশিং হয়নি। এছাড়া ওয়াশরুমসমূহে ভাল করে পুডিং লাগানো হয়নি; (৮) সিড়ি ও বিভিন্ন স্থানে টাইলস এর জয়েন্ট-পুডিং ভালোভাবে লাগানো হয়নি; (৯) রুম সংলগ্ন বারান্দার গ্রিল দেয়ালের সাথে সমান্তরালে বসানো হয়নি এবং পর্যাপ্ত সাপোর্ট জয়েন্ট লাগানো হয়নি; (১০) ইলেকট্রিক সামগ্রী (যেমন-হোল্ডার, স্যুইচ, স্যুইচ বোর্ড ইত্যাদি) নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লাইটসমূহ সরবরাহ করা হয়নি (যেমন অনেক জায়গায় হোল্ডার লাগানো আছে কিন্তু লাইট নেই); (১১) নীচতলায় হোস্টেল সুপারের ইউনিটে কোন বেসিন নেই; (১২) বাসরুমের দরজার ভিতরের দিকে কোন হাতল লাগানো হয়নি; (১৩) ওয়াশ রুমের ফিটিংসগুলো সঠিকভাবে লাগানো হয়নি; (১৪) ওয়াশ রুমের পাশে হলো ব্রিক ওয়ালের কাজ ফিনিশিং হয়নি; (১৫) ভবনের বাহিরের দেয়ালে ট্যাংকিতে পানি ওঠানোর পাইপে ক্লাম্প লাগানো হয়নি।		চাঁদপুর আইএমটি 'র অসমাপ্ত ও ত্রুটিযুক্ত কাজসমূহ সমাধানের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
২	ডিপিপি'তে ভৌত কাজের ক্ষেত্রে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। কি কারণে গণপূর্ত এটি কাজটি করেনি এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে কোন তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে এর সঠিক কারণ জানা যেতে পারে।	২	ডিপিপি'তে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। এ কাজটি না করার কারণ অথবা প্রয়োজন না থাকলে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে কেন রাখা হয়েছিল এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর মতামত প্রদান করবে।
৩	**অডিট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	৩	প্রকল্পের অডিট সম্পন্নের বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

০১. প্রকল্পের নাম : "মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত)"

০২. প্রকল্পের অবস্থান : মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলা।

০৩. ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ক) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
খ) নির্বাহক সংস্থা খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯২৩৭.৫৮	২৪৪১৮.৩৩	২৩৯৭১.২৩	১ এপ্রিল, ২০১০ হতে ৩০জুন, ২০১৪	১ এপ্রিল, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ (৬মাসের মেয়াদবৃদ্ধিসহ)	১ এপ্রিল, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ (৬মাসের মেয়াদবৃদ্ধিসহ)	১২৪.৬১ ২৪.৬০ %	৪ বছর ৯৬%

০৬। প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ মাত্র			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমান	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয় :						
১	অফিসারদের বেতন	০৪ জন	২৬.৫০	০.১১ %	১৬.৩৩	৬১.৬২ %	
২	কর্মচারীদের বেতন	১০ জন	১৭.৫০	০.০৭ %	১২.১৫	৬৯.৪৩ %	
৩	ভাতাদি	১৪ জন	২২.০০	০.০৯ %	১৩.৫১	৬১.৪১ %	
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	০৫.০০	০.০২ %	১.৯৬	৩৯.২০ %	
৫	পৌর কর	থোক	০৩.০০	০.০১ %	০.০০	০.০০%	
৬	ভূমি কর	থোক	০৩.০০	০.০১ %	০.০০	০.০০ %	
৭	সার্ভিস স্ট্যাম্প	থোক	০১.৫০	০.০১ %	০.১০	৬.৬৭ %	
৮	টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল	থোক	০২.০০	০.০১ %	১.৬৬	৮৩.০০ %	
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	১০.০০	০.০৪ %	১.৮৪	১৮.৪০ %	
১০	গ্যাস ও ফুয়েল	০২টি গাড়ী	৫৫.০০	০.২৩ %	৪২.৯১	৭৮.০২ %	
১১	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	০৬.০০	০.০২ %	০২.৬৪	৪৪.০০ %	
১২	স্টেশনারী	থোক	২৫.০০	০.১০ %	১১.৩০	৪৫.২০ %	
১৩	বই/সাময়িকী/টেক্সট ও রিফারেন্স বই	থোক	৩২.০০	০.১৩ %	৩২.০৫	১০০.১৬ %	

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ মাত্র			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমান	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২৫.০০	০.১০ %	১০.৬৩	৪২.৫২ %	
১৫	স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	থোক	১১০.৭৬	০.৪৫ %	১০৯.০৫	৯৮.৪৬ %	
১৬	মেসেঞ্জার	থোক	০২.০০	০.০১ %	০.৩১	১৫.৫০ %	
১৭	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	০৪.৭৫	০.০২ %	০৪.৭৫	১০০.০০ %	
১৮	পরিবহন ব্যয়	থোক	০১.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	
১৯	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	০৩.০০	০.০১ %	০.০০	০.০০ %	
২০	প্রশিক্ষণ কাচাঁমাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	১৫১.৫০	০.৬২ %	১৪৭.৮৫	৯৭.৫৯ %	
২১	ইউচটেসিল (জাজিম ও ক্রোকারিজ)	থোক	৩৮.৪২	০.১৬ %	৩৮.২৩	৯৯.৫১ %	
২২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	থোক	০১.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	
২৩	নিরাপত্তা প্রহরী	থোক	০১.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	
২৪	সম্মানী ভাতা	থোক	১০.০০	০.০৪ %	৭.১০	৭১.০০ %	
২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	০৫.৫০	০.০২ %	২.৬৭	৪৮.৫৫ %	
২৬	অনুষ্ঠান	থোক	০২.০০	০.০১ %	০.৬৫	৩২.৫০ %	
২৭	কমিটি মিটিং	থোক	০২.৫০	০.০১ %	০.০০	০.০০ %	
২৮	অন্যান্য ব্যয় (আউট সোসিং)	থোক	৮৬.০০	০.৩৫ %	৮১.৭৫	৯৫.০৬ %	
২৯	মেরামত, সংরক্ষণ পূর্ণবাসন	থোক	২৫.০০	০.১০ %	২১.৫৪	৮৬.১৬ %	
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :			**৬৭৭.৯৩**	**২.৭৮ %**	**৫৬০.৯৮**	**৮২.৭৫ %**	
(খ) মূলধন ব্যয় :							
৩০	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিকেল	০৭ টি	২৬১.০০	১.০৭ %	২৫৮.৪৭	৯৯.০৩ %	
৩১	মেশিনারি/ইকুইপমেন্ট	১৫১৫০৭ টি	৪৩৬০.৮৫	১৭.৮৬ %	৪৩০১.০৬	৯৮.৬৩ %	
৩২	অফিস ইকুইপমেন্ট	২২ টি	১৮.০০	০.০৭ %	১৬.৪৬	৯১.৪৪ %	
৩৩	আসবাব পত্র	৮০৮৯ টি	৮৮৫.৮০	৩.৬৩ %	৮৮২.১৩	৯৯.৫৯ %	
৩৪	ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়	১২.৫ একর	৮৫৭.৮২	৩.৫১ %	৮৫৭.৭২	৯৯.৯৯ %	
(খ) উপ-মোট -			**৬৩৮৩.৪৭**	**২৬.১৪ %**	**৬৩১৫.৮৪**	**৯৮.৯৪ %**	
(গ) পূর্ত নির্মাণ :							
৩৫	মেইন ভবন	০৫ টি	৮৯৯৫.৮৮	৩৬.৮৪ %	৮৯৪৯.৩২	৯৯.৫৪ %	
৩৬	ডরমিটরি ভবন	০৫ টি	২৯২১.৬২	১১.৯৬ %	২৮৯৮.১৪	৯৯.২০ %	
৩৭	প্রিন্সিপাল কোয়াটার	০৫ টি	৬১২.৫৫	২.৫১ %	৬০৮.৩৭	৯৯.৩২ %	
৩৮	সিমানা প্রাচীর	-	৪৯০.৪১	২.০১ %	৪৮১.৫৫	৯৮.১৯ %	
৩৯	ভূমি উন্নয়ন	-	৩১৫.৫৬	১.২৯ %	২৭৮.৪৯	৮৮.২৫ %	
৪০	সাব-স্টেশন ও পাম্প হাইজ ভবন	০৫ টি	৮০.৬৪	০.৩৩ %	৭৯.৬৩	৯৮.৭৫ %	
৪১	আন্ডার গ্রাইন্ড রিজার্ভার	০৫ টি	১৪৬.২৩	০.৬০ %	১৪০.৭৭	৯৬.২৭ %	
৪২	গ্যারেজ ও সাইকেল শেড	০৫ টি	৭১.৭১	০.২৯ %	৬৮.১১	৯৪.৯৮ %	
৪৩	আরসিসি সংযোগ সড়ক	-	১৫৭.৯৩	০.৬৫ %	১৪৩.৭৩	৯১.০১ %	
৪৪	কম্পাউন ড্রেন	-	৫৫.৮২	০.২৩ %	৫৩.৭৪	৯৬.২৭ %	
৪৫	৬ ইঞ্চি ডিপ টিউবওয়েল	০৫ টি	১৫২.৬০	০.৬২ %	১৩২.৫৮	৮৬.৮৮ %	
৪৬	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	০৫ টি	২৪.৯৭	০.১০ %	৪.৯৭	১৯.৯০ %	শুধু ফরিদপুর আই

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ মাত্র			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমান	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							এম টি
৪৭	সয়েল টেস্ট	-	১৩.৩৫	০.০৫ %	১১.৬৬	৮৭.৩৪ %	
৪৮	আরবরিকালচার	-	১৫.৬০	০.০৬ %	১৪.৬০	১০০.০০ %	
৪৯	কম্পাউন লাইট/ওভার হেড লাইন	-	৪৮.৮০	০.২০ %	৪৮.৬৮	৯৯.৭৫ %	
৫০	লাইটিং এরেস্টোর ড্রপ আউট ফিউজ	-	১১.২১	০.০৫ %	১০.৯৬	৯৭.৭৭ %	
৫১	৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	০৫ টি	৪৭২.৪০	১.৯৩ %	৪৮৭.৪৫	১০৪.৫১ %	
৫২	এয়ারকুলার	-	৭৮.৭৮	০.৩২ %	৭৮.১৭	৯৯.২৩ %	
৫৩	পাম্প মোটর	০৫ টি	৫৬.৯৫	০.২৩ %	৫৬.৮৯	৯৯.৮৯ %	
৫৪	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	-	০৯.৯৩	০.০৪ %	৯.৯১	৯৯.৮০ %	
৫৫	পিএবিএক্স সিস্টেম	-	১৫.৩৬	০.০৬ %	২০.৪৭	১৩৩.২৭ %	
৫৬	কনফারেন্স সিস্টেম	-	৫৫.৭৩	০.২৩ %	৫৫.১৩	৯৮.৯২ %	
৫৭	সোলার প্যানেল	০৫ টি	৬৫.৪৪	০.২৭ %	৬৫.৬৩	১০০.২৯ %	
৫৮	পিডিবি/আরইবি ইলেকট্রিক সংযোগ	-	৮৩.৩৫	০.৩৪ %	৫৬.৮৯	৬৮.২৫ %	
৫৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	০৫ টি	১২৫.০০	০.৫১ %	১১৪.০৪	৯১.০৭ %	
৬০	মহিলা ডরমেটিরি ভবন	০৫ টি	২২৭৯.১১	৯.৩৩ %	২২০৪.৫৭	৯৭.০৭ %	
	(গ) উপ-মোট -		**১৭৩৫৬.৯৩**	**৭১.০৮** %	**১৭০৭৪.৪৫**	**৯৮.৩৭ %**	
	(খ + গ) উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :		**২৩৭৪০.৪০**	**৯৭.২২%**	**২৩৩৯০.২৮**	**৯৮.৫২ %**	
	সর্বমোট (ক+খ+গ) :		**২৪৪১৮.৩৩**	**১০০ %**	**২৩৯৫১.২৬**	**৯৮.০৯ %**	

সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

ডিপিপি'তে ভৌত কাজের ক্ষেত্রে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। কি কারণে গণপূর্ত এটি কাজটি করেনি এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে কোন তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে এর সঠিক কারণ জানা যেতে পারে।

০৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৯.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে উদ্বৃত্ত শ্রমিক থাকা সত্তেও বেকারত্ব এদেশে দারি দ্র্যের অন্যতম কারণ। শ্রম বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনশক্তি অদক্ষ বিধায় শ্রম বাজারে এদের চাহিদা অতি নগণ্য। দেশে কর্মপোযোগী যুবকদের দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা সম্ভব হলে বেকারত্বের অভিশাপ অনেকাংশে দূর হবে এবং এতে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। দেশে বিদেশে ক্রমবিকাশমান জাহাজ নির্মাণ শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষ ণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এ প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে।

৯.২ প্রকল্পের উদ্যেশ্য:

- নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার নিমিত্তে ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মপোযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা;

- জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠি তৈরি করা; এবং
- দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দুরীকরণ।

৯.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন;
- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ডরমিটরী ভবন নির্মাণ(৫টি আইএমটি'র জন্য) ;
- প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পাম্প হাউজ নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওয়াটার রিজার্ভার (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- গ্যারেজ এবং সাইকেল শেড নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- আরসিসি এপ্রোচ রোড (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- কম্পাউন্ড ড্রেইন(৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (৩টি আইএমটি'র জন্য);
- কম্পাউন্ড লাইট (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওভারহেড লাইন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ৫০০কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পিডিবি/আরইবি কানেকশন(৫টি আইএমটি'র জন্য);
- এয়ার কুলার (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পাম্প মোটর (৫টি আইএমটি'র জন্য;
- ফয়ার ফাইটিং সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য),
- পিবিএক্স-ইন্টারকম সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- কনফারেন্স সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- সোলার প্যানেল স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় (প্রকল্প অফিস ও ৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ছাত্র এবং ছাত্রীবাসের জন্য আসবাব ও বিছানাপত্র ইত্যাদি ক্রয় (৫টি আইএমটি'র জন্য)।

৯.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা :

বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	৩০-০৩-২০১০	একনেক
১ম সংশোধিত	২২-০৭-২০১২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধিত	১৮-০৮-২০১৪	পরিকল্পনা কমিশন
৩য় সংশোধিত	২৪-০৮-২০১৬	একনেক
মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)		পরিকল্পনা কমিশন

৯.৫ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা:

৩য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে ৫টি আইএমটি'তে ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা ডরমিটরির পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ আইএমটি'তে বিলম্বে কাজ শুরু হওয়ায় পূর্ত কাজ অধিকাংশই অবশিষ্ট থেকে যায়। এমতাবস্থায় গণপূর্ত অধিদপ্তর ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে এক পত্র মারফত প্রকল্প পরিচালক'কে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। গণপূর্তের পত্রের

প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। আইএমইডি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির সুপারিশ করে। অতঃপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয়।

১০। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। যানবাহন, যাবতীয় ইক্যুপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং কাঁচামাল ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প কর্তপক্ষ ও প্রকল্প অফিস কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ৫টি আইএমটি'র ভূমি উন্নয়ন ও মাটি পরীক্ষা, ভৌত নির্মাণ এবং এক্সটারনাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।
(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

১২.১ গত ২০-১০-২০১৯ তারিখ প্রকল্পের বাগেরহাট অংশ, ২১-১০-২০১৯ তারিখ ফরিদপুর অংশ এবং ২৩-১১-২০১৯ তারিখ প্রকল্পের মুন্সিগঞ্জ অংশের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (মুন্সিগঞ্জ অংশের), সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ, ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ০৫-১২-২০১৯ তারিখ প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়।

১২.২ ভূমি ক্রয় : প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় (মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট) ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২ .৫ এক করে মোট ১২.৫ একর ভূমি ক্রয় করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৮৫৭.৭২ লক্ষ টাকা।

১২.৩ ভৌত এবং ইলেট্রিফিকেশন কার্যক্রম : প্রকল্পের আওতায় ৫টি আইএমটি'র জন্য ভৌত ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন কার্যক্রম যেমন- ভূমি উন্নয়ন, সয়েল টেস্ট, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ডরমিটরী ভবন নির্মাণ, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ওয়াটার রিজার্ভার, গ্যারেজ এবং সাইকেল শেড নির্মাণ, আরসিসি এপ্রোচ রোড, কম্পাউন্ড ড্রেইন, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (৩টি আইএমটি-তে), কম্পাউন্ড লাইট, ওভারহেড লাইন, ৫০০কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন, পিডিবি/আরইবি কানেকশন, এয়ার কুলার, পাম্প মোটর, ফয়ার ফাইটিং সিস্টেম, পিবিএক্স-ইন্টারকম সিস্টেম, কনফারেন্স সিস্টেম, সোলার প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। এসব কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিপিপি অনুসরণ করে এসব কার্যক্রম ওটিএম, কোন কোন ক্ষেত্রে এলটিএম এবং কয়েকটি আইটেম ডিপিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়। ভৌত এবং ইলেক্ট্রিফিকেশন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত ১৭৩৫৬.৯৩ লক্ষ টাকার অনকূলে **১৭০৭৪**.৪৫ লক্ষ টাকা (৯৮.৩৭%৬) ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১২.৪ আইএমটিসমূহে ট্রেডভিত্তিক যেসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ

মেশিন সপ

লেদ মেশিন, স্যাপার মেশিন, গ্র্যান্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, অটোশেয়ারিং মেশিন, রেডিয়েল ড্রিল মেশিন, হরি জেন্টাল ব্যান্ড স মেশিন, অটোমেটিক কাটিং মেশিন, ইনভারস্যাল কাটার গ্রান্ডিং মেশিন, ইনভারস্যাল টুলস গ্রান্ডিং মেশিন, পাওয়ার হ্যাক্স মেশিন, বেঞ্চ গ্রান্ডিং মেশিন ইত্যাদি।

ওয়েল্ডিং সপ

পাওয়ার হ্যাক্স মেশিন, বেঞ্চ গ্রান্ডিং মেশিন, বেঞ্চ ড্রিলিং মেশিন, ইয়ার পস্নাজমা কাটিং,আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন, প্রোটেবল আর্ক ওয়েল্ডিং , টিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, কাটিং মেশিন, প্রোটেবল ওয়েল্ডিং ডাই, সিলিন্ডার অক্সিজেন, সিলিন্ডার এসিড্রিলিং ইত্যাদি।

আই সি ইঞ্জিন ওয়ার্কসপ

ডিজেল জেনারেটর সিস্টেম, ডিজেল ইনজেক্টর পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, ইনজেক্টর - নজেল টেস্টার, ড্রিলিং মেশিন, আই, পি, এস, ট্রপিক সিগনেল কন্ট্রোল সিস্টেম, ফায়ার পাম্প, প্যাডেল স্টার গ্রান্ডিং মেশিন, পপ টেস্টার, ইউনিক ইনজেক্টর টেস্টার, জিপিএস মেরিন নেভেটিং সফটওয়ার সিস্টেম, মেরিন মুলটিং ফুলটিং রাডার সিস্টেম, শীপ অটো পেস্নট সিস্টেম, ফোর স্টোক ইঞ্জিন , সিমুলেটর ইডুকেশন সিস্টেম, ফোর সিলিন্ডার ক্রস সেকশন ডিজেল ইঞ্জিন, মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন, মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন , এয়ার কমপ্রেসার পাওয়ার , স্প্রে পেইন্ট মেশিন উইথ কমপ্রেসার, কুলেন সিস্টেম সেমুলেটর, ইত্যাদি । **ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ল্যাব**

ওভারহেড প্রজেক্টর, ষ্টেপ মটর ট্রেইনার, সারবো মটর, ডি.সি পাওয়ার সাপ্লাই, ইনভেরেটর মটর ট্রেইনার, ও.সি অল এস.কুপ, পাওয়ার ইলেকট্রিক্যাল ট্রেইনার, ইনডেকশন মটর ওনডিং ট্রেইনার, ইলেকটো প্যানাসেটিক ট্রেইনার, ইলেকট্রিক্যাল মেশিন সিস্টেম, ১২ বোল্ড ব্যাটারী, ড্রিল মেশিন, বুলোয়ার মেশিন-৬০০ ওয়ার্ড, ইত্যাদি ।

ড্রয়িং ল্যাব

ড্রয়িং টেবিল, লাইব্রেরী চেয়ার (কাঠের), রিডিং টেবিল (কাঠের), ড্রয়িং টেবিল , টেবিল চেয়ার (কাঠের), ক্লাস রুম টেবিল (কাঠের), আরমেড চেয়ার (কাঠের), ড্রয়িং স্টুল, ইত্যাদি ।

কম্পিউটার ল্যাব

কম্পিউটার সেট, ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ইউ পি এস, অনলাইন ইউ পি এস, পাওয়ার সাপ্লাই, প্রিন্টার ইত্যাদি

আসবাবপত্র

স্টীলের টেবিল চেয়ার (১ম শ্রেনীর), স্টীলের চেয়ার, হোস্টেল সুপার অফিস ফার্নিচার, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাতা ওয়ালা কুশন চেয়ার, হোস্টেল সুপার অফিস চেয়ার হাতাওয়ালা, হোস্টেল সুপার অফিস সোফা, ছাত্র হোস্টেলে ডাইনিং টেবিল, ছাত্রী হোস্টেলে ডাইনিং টেবিল, ছাত্র হোস্টেলে ডাইনিং চেয়ার, ছাত্রী হোস্টেলে ডাইনিং চেয়ার, ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের ফার্নিচার, খাট (সিঙ্গেল), ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের ফার্নিচার, রিডিং টেবিল (ড্রয়ার ও তালাসহ), হাতল ছাড়া চেয়ার, ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের সরাঞ্জাম, জাজিম, বালিশ, ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ষ্টাফ টেবিল, হাতলযুক্ত কুশন রিভলভিং চেয়ার (এক্সিকিউটিভ চেয়ার), হাতলযুক্ত চেয়ার, হাতলবিহীন চেয়ার, টেবিলয়েড চেয়ার (ছাত্রদের জন্য) কাঠের তৈরী, টুলস রেক (ষ্টিল), আয়রণ সেফ, ক্লাশ রুমের টেবিল (সাইডে ১টি ড্রয়ার), কম্পিউটার টেবিল, ডিসপেন্ট বোর্ড (ড্রইং অনুযায়ী), কাঠের আলমারী (স্ট্যান্ডার্ড সাইজ), বুক-সেলফ(স্ট্যান্ডার্ড সাইজ), বক্তৃতা টেবিল, ল্যাবরেটরী টেবিল, রোগীর বেড, ষ্টিল আলমারি, ষ্টিল ফাইল কেবিনেট(তিনটি ড্রয়ার হবে), শো-কেইস, কাঠের ফাইল রেক/সাইড রেক, সভা কক্ষের টেবিল, ষ্টিল টেবিল (ওয়েল্ডিং শপের জন্য), ওয়ার্কশপ টেবিল, সোফা সেট কাঠের ০৫ সিটের, রাউন্ড টুল , হোয়াইট বোর্ড, ড্রয়িং টেবিল, লাইব্রেরী টেবিল, হোষ্টেল আসবাবপত্র ইত্যাদি।

১২.৫ ট্রেড সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের ৫টি আইএমটি (মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ এবং বাগেরহাট)-তেই ৪বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন মেরিন টেকনোলজি এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন শিপবিল্ডিং টেকলোলজি চলমান রয়েছে। এছাড়া, আইএমটিগুলোতে ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার অপারেশন উইথ অটো ক্যাট, কম্পিউটার অপারেশন ইত্যাদি ট্রেডে এবং ল্যাংগুয়েজের ওপর (৬মাস এবং ৩মাস মেয়াদী) শর্ট কোর্স চালু রয়েছে বলে জানা যায়।

১২.৬ অফিস যন্ত্রপাতি:

সংস্থান অনুযায়ী সংগৃহীত ২২টি যন্ত্রপাতিগুলো হলো-ফটোকপিয়ার , কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, স্কেনার, এয়ারকুলার ইত্যাদি । পরিদর্শনকালে প্রকল্প অফিসে ১টি ফটোকপিয়ার, ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, ২টি ইউপিএস, ১টি স্কেনার, ১টি এয়ার কুলার দেখা যায়। অবশিষ্টগুলো ৫টি আইএমটিতে রয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, ২টি আলমারী, ২টি কম্পিউটার চেয়ার, ২টি কম্পিউটার টেবিল, ফাইল কেবিনেট এবং ৫ আসন বিশিষ্ট সোফা প্রকল্প অফিসে রয়েছে।

১২.৭ যানবাহন:

সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ, ৬টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী ৫টি মাইক্রোবাস ৫টি ইএমটিতে সরবরাহ করা হয়। প্রকল্প অফিসে ব্যবহারের জন্য ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস বর্তমানে বিএইটি-তে রয়েছে। ডিপিপিতে উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প অফিসের জন্য ব্যবহৃত জীপ ফরিদপুর আইএমটি ওয়ার্কশপে এবং মাইক্রোবাস সিরাজগঞ্জ আইএমটি ওয়ার্কশপে প্রেরণ করতে হবে।

১২.৭। জনবল:

প্রকল্পের আওতায় ১জন প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), ১জন উপপরিচালক (প্রেষণে), ১জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-সিভিল (প্রেষণে), ১জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-ইলেকট্রিক্যাল (প্রেষণে), ১জন হিসাব রক্ষক (সরাসরি), ১জন প্রধান সহকারী (প্রেষণে), ১জন কম্পিউটার অপারেটর (সরাসরি), ১জন ক্যাশিয়ার (সরাসরি), গাড়ী চালক-২জন (আউট সোর্সিং), অফিস সহায়ক-২জন (আউট সোর্সিং) এবং ১জন পরিচ্ছন্নকর্মী (আউট সোর্সিং)সহ মোট ১৪টি পদের সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিএমইটি হতে একজনকে সংযুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) হিসেবে বিএমইটি থেকে একজনকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়, পরবর্তীতে প্রেষণ ভাতা বাতিল হলে সংযুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। কম্পিউটার অপারেটর-কেও বিএমইটি থেকে সংযুক্তিতে দেয়া হয়। হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ার-কে সরাসরি এবং গাড়ীচালক, অফিস সহায়ক ও পরিচ্ছন্ন কর্মীকে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয় । উল্লিখিত জনবলের বেতন ও ভাতাদি খাতে ৪১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় হয়েছে।

১২.৮। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৫জন (সংশ্লিষ্ট প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, বিএমইটি এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা) এবং টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং বিষয়ে ২৫ জন (ইন্সট্রাক্টর-২০জন এবং প্রিন্সিপাল /ভাইস-প্রিন্সিপাল-৫জন)কে প্রশিক্ষণ দেয়ার সংস্থান ছিল। সংস্থান অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। ডিপিপি অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ /স্টাডি ট্যুরের ক্ষেত্রে Advanced Administrative Training/Study tour এর জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী ইউকে-তে ৭ সদস্যের টিম যাওয়ার সংস্থান ছিল, যেখানে বিএমইটি /মন্ত্রণালয়ের-৪জন, আইএমইডি-১জন, পরিকল্পনা কমিশনের-২জন সদস্য থাকার কথা। উক্ত Training/Study tour এর জিও পর্যালোচনায় দেখা যায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের ৩জন এবং বিএমইটি-এর ৩জন এবং পরিকল্পনা কমিশনের ১জনসহ মোট ৭জন প্রতিনিধি উল্লিখিত ভ্রমণ টিমে, কিন্তু আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি ছিল না। উল্লেখ্য, উল্লিখিত ভ্রমন ছাড়াও ৬ সদসদ্য বিশিষ্ট একটি টিম ২ সপ্তাহ ব্যাপী ইউকে-তে Latest advanced technology Training এর জন্য এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম ১ সপ্তাহযব্যাপী Advanced administrative Training/Study Tour এর জন্য অস্ট্রেলিয়া-জার্মানী-ইউকে-নেদারল্যান্ড-এ ভ্রমণ করে যেখানে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বিএমইটি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি ছিল কিন্তু আইএমইডি'র কোন প্রতিনিধি ছিল না। ডিপিপি'তে সংস্থান থাকা সত্বেও আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি-কে বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণে প্রতিনিধি করা হয়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত খরচ হয় ২৩৯৭১.২৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৬৮%। অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এর চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	মূল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০০৯-১০	২৩.৩৮	-	-	-	-	
২০১০-১১	৪১৬০.৯০	৭৮৫.১১	৭৮৫.১১	৭৮৫.১১	৭৮৫.১০	০.০১
২০১১-১২	৬১০৯.৭৯	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.২৫	
২০১২-১৩	৫০৪৩.৪৩	৩৪০৫.৪১	৩৪০৫.৪১	৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০	
২০১৩-১৪	৩৯০০.০৮	৩৩৯০.৪১	৩৩৯০.৩১	৩৪০০.০০	৩৩৯২.২৫	
২০১৪-১৫	-	৭৮৯৮.১৭	৭৮৯৮.১৭	৭৯৭৮.০০	৭৮৮০.৭২	
২০১৫-১৬	-	৪০৪২.০০	৪০৪২.০০	৩৩৬০.০০	৩২০৫.৯৭	
২০১৬-১৭	-	২১০০.০০	২১০০.০০	২২৫০.০০	১৬৯২.৭৪	
২০১৭-১৮	-	৯৫৬.৮৯	৯৫৬.৮৯	২১২৮.৫০	১৭৫১.২৩	৩৭৭.২৭
মোট	১৯২৩৭.৫৮	২৪৪১৮.৩৩	২৪৪১৮.৩৩	২৫১৪৪.৯৫	২৩৯৫১.২৬	

অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় সারণীতে দেখা যায় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকা কিন্তু অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ ২৫১৪৪.৯৫ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের চেয়ে অবমুক্তের পরিমাণ বেশী দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিসের ব্যাখ্যা হলো- প্রকল্পের মূল সময়কাল ০১-০৪-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত ৪ (চার) বছর। কিন্তু ৩য় সংশোধিত প্রকল্প ০১-০৪-২০১০ থেকে ০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত মোট ৮ (আট) বছরে সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন বছরে অবমুক্তকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হওয়ায় অব্যয়িত বরাদ্দকৃত অর্থ বছর শেষে সমর্পণ (surrender) করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই সমর্পনকৃত অর্থ একাধিককার বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। এ জন্য প্রকল্পে মোট বরাদ্দের চেয়ে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ বেশী হয়েছে।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরম্ভ	সমাপ্ত
১.	ড. মোঃ নুরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক		✓	-	০১.০৪.২০১০	০৮.০১.২০১৪
২.	জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ইএমপি) এবং প্রকল্প পরিচালক		✓	-	০৯.০১.২০১৪	০৬-০৮-২০১৪
৩.	সহিদুল ইসলাম অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং প্রকল্প পরিচালক		✓	-	০৭-০৮-২০১৪	২৪-০৬-২০১৫
৪.	স্বপন কুমার ভৌমিক যুগ্ম-সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক	✓		-	২৫-০৬-২০১৫	০৫-০৬-২০১৮
৫.	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক		✓	-	০৬-০৬-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পিসিআর অনুযায়ী এর অর্জন নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
(ক) জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার নিমিত্তে ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন	(ক) ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।	প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে যা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সমাধা করতে হবে।
(খ) দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মপোযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা;	(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১ /২টি ব্যাচ পাশ করে বেড়িয়েছে।	যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিটরী সুবিধার তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪। পর্যালোচনা:

১৪.১। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৯৩১.২৬ লক্ষ টাকা । অব্যয়িত ১৩১৩.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৪.২। **প্রকল্পের বাগেরহাট আইএমটি অংশে ত্রুটি/সমস্যাসমূহ:**

১৪.২.১ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা কেন রাখা হয়নি এ বিষয়ে গণপূত অধিদপ্তরের মতামত প্রয়োজন।

১৪.২.২ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। ইতোমধ্যে একটি গেট ভাল্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.২.৩ বাগেরহাট আইএমটির পানিতে প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন থাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যতীত পানি ব্যবহার অযোগ্য। এখনে সার্বক্ষণিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সচল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ফিল্টারের অভাবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। সরেজমিনে ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি অচল অবস্থায় দেখা গেছে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.২.৪ ৬তলা ভীত বিশিষ্ট ৪তলা ছাত্রাবাসে ছাত্র সংকুলান হয়না, অন্যদিকে ৬তলা ছাত্রীবাসে মাত্র ১০জন ছাত্রীর অবস্থান জানা যায়। ছাত্র সংকুলানের জন্য বিএমইটি পর্যায়ক্রমে ছাত্রাবাস উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করতে পারে। তবে ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট আইএমটি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২.৫ সোলার প্যানেল শুরু থেকেই কাজ করছে না। জানা যায় ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর আর সোলার প্যানেল মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৪.২.৬ বাগেরহাট সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে কেন সাইকেল রাখা হয়না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>চিত্র-১: বাগেরহাট আইএমটি’র ছাত্রী হোস্টেল</td><td>চিত্র-২: বাগেরহাট আইএমটি’র ছাত্র হোস্টেল</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র-৩: বাগেরহাট আইএমটি’র অব্যবহৃত সাইকেল শেড</td><td>চিত্র-৪: বাগেরহাট আইএমটি’র সাবমারসিবল পাম্প (পানিতে প্রচুর পরিমাণ স্যালাইনের চিহ্ন)</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র-৫: বাগেরহাট আইএমটি’র ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট</td><td>চিত্র-৬: মাটির অনেক ভেতরে পানি ওঠানোর গেট ভাল্ব যা বৃষ্টির সময় ময়লায় ঢাকা পড়ে যায়</td></tr>
</table>

১৪.৩। **ফরিদপুর আইএমটি অংশের তথ্য:** সরেজমিন পরিদর্শনে তেমন কিছু ত্রুটি বা অসম্পন্ন কাজের তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন প্রকার সমস্যা ব্যতিরেকে সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে বলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ জানান। প্রতিষ্ঠানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন লক্ষ্য করা গেছে। তবে ছাত্রীবাসে মাত্র ৯জন ছাত্রীর অবস্থানের কথা জানা যায়। ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহারের নিমিত্ত আরও ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

		
চিত্র-৭: ফরিদপুর আইএমটি'র একাডেমিক ভবন (পরিবীক্ষণে সহায়তাকারী গণপূর্ত ও আইএমইটির কর্মকর্তা/শিক্ষকবৃন্দ)	চিত্র-৮: ফরিদপুর আইএমটি'র একাডেমিক ভবনরে ভিতরের সাইট	চিত্র-৯: ফরিদপুর আইএমটি'র ছাত্রাবাস
		
চিত্র-১০: ফরিদপুর আইএমটি'র ছাত্রীবাস	চিত্র-১১: ফরিদপুর আইএমটি'র প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	চিত্র-১২: ফরিদপুর আইএমটি'র ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ

১৪.৪। মুন্সিগঞ্জ আইএমটি অংশের ত্রুটি/সমস্যাসমূহ:

১৪.৪.১ প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪.২ কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-২২)।

১৪.৪.৩ সরেজমিন পরিদর্শনে সোলার প্যানেল কাজ করছে না বলে জানা যায়। সোলার প্যানেল বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪.৪ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি-এর ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট (বিছানা কাঠের) প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট খাট ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে স্তুপ করে রাখা আছে (চিত্র-। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-১৯)।

১৪.৪.৫ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর (Perkins, UK technology) শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি বলে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যায়। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-২৪)।

১৪.৪.৬ বর্ষার মৌসুমে প্রতিষ্ঠানের কম্পাউন্ড ড্রেনের পানি আশে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন ফসল হয় তখন ড্রেনের পানি জমির মালিকগণ জমিতে নামতে দেয় না। এসময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে কম্পাউন্ড ড্রেনে পানি জমে থাকে। পরিদর্শনে ড্রেনে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে এবং সেখানে মশার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-৯)।

১৪.৪.৭ ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকির পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (চিত্র-১৭)।

১৪.৪.৮ সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সাইকেল শেডে কেন সাইকেল রাখা হয়না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-২৩)।

১৪.৪.৯ ৬তলা ছাত্রীবাসে (৮৭টি সিট বিশিষ্ট) কোন ছাত্রী অবস্থা করে না। মাত্র ৩জন ছাত্রী অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে, সবাই প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের ৩তলায় অবস্থিত ৩টি কক্ষে অবস্থান করে বলে জানা যায়। ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহারের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয় বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট আইএমটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (চিত্র-১৩)।

১৪.৪.১০ প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (চিত্র-২০)।

১৪.৪.১১ ছাত্রাবাসের অনেক কক্ষের রং,প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গেছে (চিত্র-১৬)। গণপূর্তের প্রতিনিধি থেকে জানা যায় ৩-৪বছর হয়ে গেছে ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো এখন গণপূর্তের বইভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। গণপূর্তের বইভুক্ত হলে গণপূর্ত থেকে এসব ভবনের মেনটেনেন্স করা হবে। আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-১৬)।

১৪.৪.১২ ছাত্রাবাসের ছাদে বৃষ্টির পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাদে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি আগাছা জন্মানোর চিত্র লিক্ষ করা গেছে। আইএমটি কর্তৃপক্ষকে ছাদ পরিস্কার রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে (চিত্র-১৮);

১৪.৪.১৩ ছাত্রাবাসে নোংরা পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে টয়লেট-গোসল খানার সামনে খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া ছাত্রাবাসের ছাদের ওপরে ছাত্রদেরকে গোসল করতে দেখা গেছে এবং গোসলের পানি ছাদে

জমে থাকতে দেখা যায়। ছাত্রাবাসের পরিবেশ যাতে সুন্দর থাকে সে জন্য মুন্সিগঞ্জ আইএমটির কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে ।



চিত্র-১৩: মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রী নিবাস (পরিবীক্ষণে সহায়তাকারী গণপূর্ত ও আইএমটির কর্মকর্তাবৃন্দ)



চিত্র-১৪: ডিপিপি অনুযায়ী মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রীবাসের পরিমাপ বুঝে নেয়া হচ্ছে



চিত্র-১৫: মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাস



চিত্র-১৬: রংচুন নষ্ট হওয়া ছাত্রাবাসের রুম



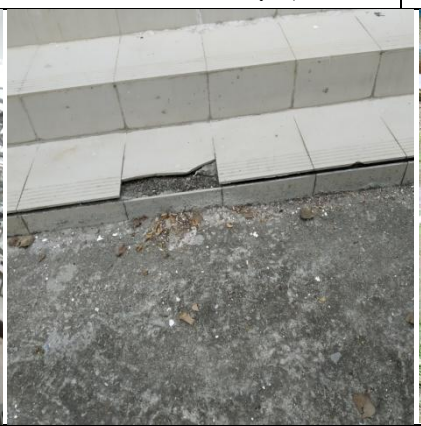
চিত্র-১৭: ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত পানির ট্যাংকি থেকে পাইপ এর জয়েন্ট থেকে অনবরত পানি পড়ছে



চিত্র-১৮: ছাত্রাবাসের ছাদে পানি নামার চিদ্র ময়লায় বন্ধ হও জমে ময়লা ও আগাছা জন্মেছে



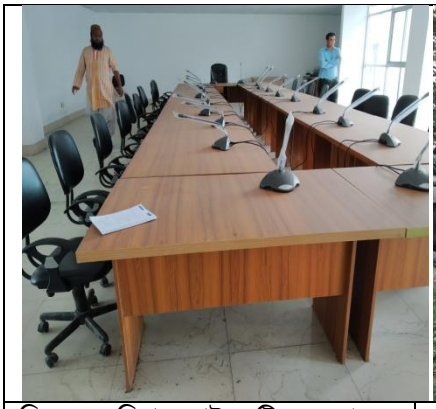
চিত্র-১৯: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির ছাত্রাবাসে নিম্নমানের খাট যা অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে গেছে



চিত্র-২০: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার গেটের টাইলস খুলে গেছে



চিত্র-২১: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির অভ্যন্তরীণ পানি জমে আছে

		
চিত্র-২২:মুন্সিগঞ্জ আইএমটির কনফারেন্স সামগ্রী	চিত্র-২৩: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির সাইকেল শূণ্য সাইকেল শেড	চিত্র-২৪: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির অকেজো পাওয়ার জেনারেটর

১৪.৫। চাঁদপুর আইএমটি অংশে ত্রুটি ও অসম্পন্ন কাজের তথ্য: গত ১৬-০৮-২০১৯ তারিখে চাঁদপুর টিটিসি-এর অধ্যক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর মহাপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে টিসিসি-এর কিছু অসমাপ্ত কাজ ও ত্রুটিযুক্ত কাজের তালিকা প্রেরণ করেন। কাজ অসমাপ্ত থাকায় চাঁদপুর আইএমটি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ছাত্রীবাস লিখিতভাবে বুঝে নেয়নি। অসাপ্ত ও ত্রুটিযুক্ত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) রান্নাঘরের চুলা স্লাব দিয়ে তৈরি হয়নি;
(২) রান্নাঘরে স্টোর রুমসহ যাবতীয় এরেজম্যান্ট তৈরি হয়নি। রান্নাঘরের ফলস সিলিং আরসিসি না করে হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক;
(৩) ওয়াশ রুমসহ নিচতলার অধিকাংশ রুমে পিভিসি পাইপ দৃশ্যমান রয়েছে ;
(৪) ডাইনিং রুমের হাত ধোয়ার বেসিনের সংখ্যা ছাত্রী কেপাসিটির তুলনায় অপর্যাপ্ত। ভেন্টিলেশন না থাকায় জায়গাটি দিনের আলোতেও অন্ধকার হয়ে আছে;
(৫) ওয়াশ রুমসমূহে এক্সোস্ট ফ্যান স্থাপিত হয়নি। টয়লেটসমূহে ভেন্টিলেশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি;
(৬) নামাজের রুমে কাঠের দরজা লাগানো হয়নি, গ্লাস ডোর লাগানো হয়েছে ;
(৭) বাথরুমসমূহে ব্লক ব্রিক সংলগ্ন ফ্লোরে বিট দেয়া হয়নি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। বাথরুমের ভেতর পানি সিষ্কাশন অংশে রাউন্ড টাইলস ফিনিশিং হয়নি। এছাড়া ওয়াশরুমসমূহে ভাল করে পুডিং লাগানো হয়নি;
(৮) সিড়ি ও বিভিন্ন স্থানে টাইলস এর জয়েন্ট-পুডিং ভালোভাবে লাগানো হয়নি;
(৯) রুম সংলগ্ন বারান্দার গ্রিল দেয়ালের সাথে সমান্তরালে বসানো হয়নি এবং পর্যাপ্ত সাপোর্ট জয়েন্ট লাগানো হয়নি;
(১০) ইলেকট্রিক সামগ্রী (যেমন-হোল্ডার, স্যুইচ, স্যুইচ বোর্ড ইত্যাদি) নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লাইটসমূহ সরবরাহ করা হয়নি (যেমন অনেক জায়গায় হোল্ডার লাগানো আছে কিন্তু লাইট নেই);
(১১) নীচতলায় হোস্টেল সুপারের ইউনিটে কোন বেসিন নেই;
(১২) বাসরুমের দরজার ভিতরের দিকে কোন হাতল লাগানো হয়নি;
(১৩) ওয়াশ রুমের ফিটিংসগুলো সঠিকভাবে লাগানো হয়নি;
(১৪) ওয়াশ রুমের পাশে হলো ব্রিক ওয়ালের কাজ ফিনিশিং হয়নি;
(১৫) ভবনের বাহিরের দেয়ালে ট্যাংকিতে পানি ওঠানোর পাইপে ক্লাম্প লাগানো হয়নি।

১৪.৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য:

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর-এ জানা যায় প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১৫. সুপারিশ/দিকনির্দেশনা:

১৫.১ বাগেরহাট আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি । একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা না রাখার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.২ বাগেরহাট আইএমটির ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ফিল্টারের অভাবে প্রায় সময়ই বন্ধ বন্ধ থাকে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.৩ বাগেরহাট আইএমটি'র পানি উত্তোলনের গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.২ দ্রষ্টব্য);

১৪.৪ আইএমটি'র ছাত্রীবাসগুলোতে আসন সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে আইএমটিসমূহে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমইটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৪, ১৪.৩ ও ১৪.৪.৯, দ্রষ্টব্য);

১৪.৫ বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি 'র সোলার প্যানেল অচল রয়েছে। বাগেরহট আইএমটি'র সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল আর মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৫ ও ১৪.৪.৩ দ্রষ্টব্য);

১৫.৬ বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে সাইকেল না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৬ ও ১৪.৪.৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.৭ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.৮ কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.২ দ্রষ্টব্য);

১৫.৯ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.৪ দ্রষ্টব্য);

১৫.১০ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'তে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.৫ দ্রষ্টব্য);

১৫.১১ মুন্সিগঞ্জ আইএমটিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ড্রেনে পানি জমে থাকে এবং জমে থাকা পানিতে মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৪ .৪.৬ দ্রষ্টব্য);

১৫.১২ মুন্সিগঞ্জ ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকের পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.৭ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৩ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.১০ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৪ আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটি'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৫ ছাত্রাবাসের ছাদে র পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাতে বৃষ্টির পানি জম তে এবং আ গাছা জন্মাতে না পারে সে বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৬ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, ছাত্রাবাসের ছাদে ছাত্রদের গোসল করা থেকে বিরত রাখতে আইএমটি'র কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৭ অনুচ্ছেদ ১৪.৫এ বর্ণিত চাঁদপুর আইএমটিক'র অসমাপ্ত ও ত্রুটিযুক্ত কাজসমূহ সমাধানের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৫ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৮ ডিপিপি'তে সংস্থান থাকা সত্বেও আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি-কে বিদেশ ভ্রমণ /প্রশিক্ষণে প্রতিনিধি করা হয়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১২.৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৯ ডিপিপি'তে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। এ কাজটি না করার কারণ অথবা প্রয়োজন না থাকলে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে কেন রাখা হয়েছিল এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর মতামত প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.২০ প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অডিট সম্পন্নের বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৬ দ্রষ্টব্য);

১৫.২১ বর্ণিত সুপারিশ/দিকনির্দেশনার (অনুচ্ছেদ-১৫.১ হতে ১৫ .২০ পর্যন্ত) বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।